তারিখ 19 APR 2017
পৃ. ... ৬ ...

প্রথম আলো

বাংলাদেশি মেয়ে শোনাল গুগল সায়েন্স ফেয়ারের অভিজ্ঞতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দোকানে স্যানিটারি ন্যাপকিন কেনার সময় কাগজ মুড়িয়ে আড়াল করে দেওয়া হয়। সবার সামনে প্রসঙ্গটি নিয়ে কথাও বলা যাবে না। তা যেন এক 'মহা পাপ'। মেয়েদের মাসিক সমাজে এমনই 'নিষিদ্ধ' বিষয়।

অবশ্য ১৬ বছর বয়সী সালিহা রেহানাজের কাছে বিষয়টি গোপন কিছু নয়, তা স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক। এমন চিন্তা থেকে সে বানিয়েছে পরিবেশবান্ধব স্যানিটারি ন্যাপকিন। তার এই উদ্ভাবন ২০১৬ সালে গুগল সায়েন্স ফেয়ারে চূড়ান্ত হওয়া ১৬ প্রজেক্টের একটি। সার্চ ইঞ্জিন গুগল অনলাইনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে প্রতিবছর বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করে, যা 'গুগল সায়েন্স ফেয়ার' নামে পরিচিত। সারা বিশ্বের ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সীরা এই আয়োজনে অংশ নেয়।

গতকাল মঙ্গলবার সালিহার উদ্ভাবন ও সমাজের প্রচলিত ধ্যানধারণা ভাঙতে তার কাজের অভিজ্ঞতার বিষয়গুলো উঠে আসে মাসিক সাময়িকী *বিজ্ঞানচিন্তা* আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে। সেখানে বাংলাদেশি এই মেয়ে তরুণ-তরুণীদের সামনে নিজের সাফল্যের গল্প শোনায়। জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

চট্টগ্রামের মেয়ে সালিহা দেশের বাইরে বড় হয়েছে। এখন সে থাইল্যান্ডে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকালোরিয়েটে ডিপ্লোমা করছে।

নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে সালিহা বলে, দেশে এলে সে প্রায়ই দেখতে পেত, মাসিকের সময় ব্যবহারের পর স্যানিটারি ন্যাপকিন বাড়ির পেছনে খোলা জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়।

সালিহা বলে, 'এত নোংরা জিনিসের মধ্যে যদি আমিও ফেলি, তাহলে কী হবে। সেখান থেকেই চিন্তা করি এটা নিয়ে কাজ করার।' সে বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে জানা যায়, একজন নারীর জীবনে সব মিলিয়ে ১২ থেকে ১৬ হাজার স্যানিটারি ন্যাপকিন দরকার হয়। আর রাসায়নিকযুক্ত একটি ন্যাপকিন পরিবেশের সঙ্গে মিশে যেতে সময় নেয় ৫০০ বছর।

গতকাল জাতীয় জাদুঘরের সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে বিজ্ঞানচিন্তা আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সালিহা রেহানাজ অভিজ্ঞতা বিনিময় করে ● ছবি : প্রথম আলো

সালিহা নারকেলের ছোবড়া, পাট ও সুতি কাপড় দিয়ে তার 'শ্রেষ্ঠ স্যানিটারি ন্যাপকিন' তৈরি করে। সালিহা বলে, তার এই ন্যাপকিন এক থেকে দুই বছরের মধ্যে পরিবেশের সঙ্গে মিশে যাবে। নারকেলের ছোবড়া ব্যবহার করায় এটির শোষণক্ষমতা বেশি এবং প্রায় ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত এটি ব্যবহার করা যায়। এ প্রজেক্ট নিয়েই সালিহা গুগল সায়েন্স ফেয়ারে অংশ নেয়।

তরুণদের উদ্দেশে সালিহা বলে, 'কোনো কিছু করতে গেলে আমরা অনেক "না" শুনতে পাই। এটাকে সামাল দিয়ে পরিবর্তন তোমাকেই আনতে হবে। কেউ যদি বলে তুমি এই জিনিসে ভালো না, তোমার করা উচিত না। কিন্তু সেটাই বেশি করে করা উচিত এবং প্রমাণ করা যে তুমি পারো।'

সালিহা বলে, বড় বোন অনিলার নামে সে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, যা বাংলাদেশে এই বিষয় নিয়ে কাজ করবে।

বিজ্ঞানী ও *বিজ্ঞানচিন্তার* উপদেষ্টা রেজাউর রহমান সালিহাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, 'সালিহা বয়সে ছোট কিন্তু সে বিজ্ঞানীর দিক থেকে বড়। সে নারীর সামাজিক অবস্থা ও ট্যাবুগুলো নিয়ে চিন্তা করেছে। ওর মতো আমাদেরও ভাবতে হবে কীভাবে এগুলো সামনে নিয়ে আসা যায়।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক আরশাদ মোমেন *বিজ্ঞানচিন্তা* আগামী সংখ্যায় সালিহার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে সালিহার সাহসের প্রশংসা করে তাকে শুভেচ্ছা জানান জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী।

সালিহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা শেষে চলে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব। উপস্থিত তরুণ ও বক্তাদের একে একে সব প্রশ্নেরই উত্তর দেয় সালিহা।

বিজ্ঞানচিন্তা সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম বলেন, 'আমাদের দেশে ৫০ ভাগেরও বেশি তরুণ। যাদের মধ্যেও সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে। এই তরুণেরা যেন ক্ষুদ্র পরিসরে না থেকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে, সে জন্য বিজ্ঞানের প্রসার ঘটাতে চায় মাসিক *বিজ্ঞানচিন্তা*।'

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন *বিজ্ঞানচিন্তার* উপদেষ্টা মুনির হাসান। তিনি বলেন, এটা *বিজ্ঞানচিন্তার* চেনা গণ্ডির বাইরের অনুষ্ঠান। সালিহার প্রজেক্টের সূত্র ধরে তিনি বলেন, 'আমাদের দেশের গার্মেন্টসের ৭৬ শতাংশের বেশি নারীকর্মী ন্যাপকিন ব্যবহার করে না, তারা ছেঁড়া, নোংরা কাপড় ব্যবহার করে।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং....
তারিখ....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি.ডি. বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর